মানহাজের ব্যাপারে নির্দেশনা-০১

# তুর্কি জিজ্ঞাসার জবাবে...

শায়খ আতিয়াতুল্লাহ আল-লিবী রাহিমাহুল্লাহ

মানহাজের ব্যাপারে নির্দেশনা - ০১

# তুর্কি জিজ্ঞাসার জবাবে ...

মুল

শাইখ আতিয়াতুল্লাহ আল -লিবী
রাহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ

মুহাম্মাদ সালমান

আল হিকমাহ মিডিয়া

2

# [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

## [redacted]

[redacted]

[illegible]

## [illegible]

[illegible]

[illegible]

## [illegible]

[illegible]

[illegible]

## [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

## [illegible]

[illegible]

“[illegible]’[illegible]!

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

عِشْتَ حَمِيدًا.. بَيَانٌ بِشَأْنِ مَلْحَمَةِ الإِبَاءِ، وَاسْتِشْهَادِ أَسَدِ الإِسْلَامِ الشَّيْخِ أُسَامَةَ بْنِ لَادِنٍ غَزْوَةِ أَبِي دُجَانَةَ الخُرَاسَانِي تَقَبَّلَهُ اللهُ لِاخْتِرَاقِ حُصُونِ الأَمْرِيكَانِ

12

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

“তাহলে আসুন আমরা আমাদের অবশিষ্ট আমাল ও কাজগুলো সম্পন্ন করে ফেলি !। ”

তিনি দীর্ঘ সময়জুড়ে আলজেরিয়া, আফগানিস্তান এবং পাকিস্তান জিহাদের বিভিন্ন রণাঙ্গনে চষে বেড়ান। অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। ফিকহুল জিহাদ এবং ‘ফিকহুল ওয়াকী’ তে ছিল তাঁর অগাধ পান্ডিত্ব। জিহাদের ময়দানে , মুজাহিদদের মাঝে আভ্যন্তরীণ সমস্যার কারণ উদঘাটন এবং তাঁর সমাধান বিধানে তাঁর ফয়সালা ছিল সঠিক ও অত্যন্ত কার্যকরী।

## শাহাদাত

শাইখ আতিয়াতুল্লাহ আল লিবি ছিলেন একজন শাহাদাত পিয়াসী ব্যক্তিত্ব। দীর্ঘ জিহাদি জীবনের এক পর্যায়ে তিনি তার কাঙ্ক্ষিত শাহাদাত লাভ করেন। শাইখ ১৪৩২ হিজরীর রমজানের শেষ দশকের ২৩ ই রমজান মোতাবেক ২০১১ ইং সালের অক্টোবর মাসে পাকিস্তানের ওয়াজিরিস্তান এর মিরান শাহ অঞ্চলে আমেরিকান ড্রোন বিমান হামলায় শাহাদতের সুধা পান করেন। সারা জীবন আল্লাহর যমীনে হিজরত ও জিহাদে কাটানো এই বান্দা সেইদিন দুনিয়া ত্যাগ করে রাব্বে কারীমের দিকে হিজরতে চলে যান।

আল্লাহ তায়ালা শাইখকে কবুল করুণ। জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুণ। শাহাদাতের সময় তার বয়স হয়েছিল ৪২ বছর।

15

[illegible]

[illegible]

## সূচীপত্র

পূর্বকথা ........................................................3
লেখক পরিচিতি ..................................................4
প্রশ্ন ........................................................14
উত্তর ........................................................16
ভূমিকা ........................................................16
আকিদাহর ইলম ও এর প্রকারভেদ ........................21
প্রশ্নের জবাব ................................................25
আকিদাহ অধ্যায়নের গুরুত্ব ও এর উদ্দেশ্য ....29
তাকওয়া অর্জনে করণীয় ....................................33
ইরজা...........................................................35
ইরজা’র বিভিন্ন প্রকার ..................................36

17

ইরজা’র আধুনিক রূপ ..........................................38

আহলুস সুন্নাহর আকিদাহ ..................................40

একটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবার্তা ..................41

তাকফির..........................................................42

তাকফিরের মাসআলায় বক্তব্য ............................44

প্রথম কথা :...................................................44

দ্বিতীয় কথা :..............................................44

তৃতীয় কথা :.................................................45

চতুর্থ কথা :..................................................47

পঞ্চম কথা :...................................................47

তাকফিরের বিভিন্ন স্তর ..................................47

তুরস্কের প্রেক্ষাপট ....................................49

শাইখ আব্দুল কাদির ইবনে আব্দুল আযিযের “আল-জামী ” কিতাবের ব্যাপারে ................................51

শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল -মাকদিসীর রচনাবলীর ব্যাপারে ...................................................52

নির্বাচন সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর ...........53

‘*□□□□□□ □□□□*’ নীতির প্রয়োগ সম্পর্কে ..........53

তুরস্ক ও এমন অন্যান্য দেশের সেনাবাহিনীতে চাকরি করার হুকুম ..........................................55

সেনাবাহিনীগুলো কি দলগতভাবে মুরতাদ নাকি ব্যক্তিপর্যায়ে সকলে মুরতাদ ?......................57

এসব দল শুধু দলগতভাবে মুরতাদ না -কি ব্যক্তিপর্যায়ে সকলেই মুরতাদ ?..................57

তুর্কি জনগণের ব্যাপারে ...............................58

18

তুরস্কের উলামায়ে কেরাম ও জনগণের প্রতি নসীহত........................................................59

শাইখ আল-মাকদিসীর বক্তব্যের ব্যাপারে মন্তব্য ......................................................62

উপসংহার......................................................63

## প্রশ্ন

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আলহামদুলিল্লাহ। ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহ। সম্মানিত

19

শাইখদের নিকট (আল্লাহ তাদের সকলকে অবিচল রাখুন !) জিজ্ঞাসা :

আপনাদের অবগতির জন্য বিনীতভাবে জানাচ্ছি, তাকফিরের মাসআলায় তুরস্কের জামাতগুলো কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে :

১. একদল তাকফিরের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। বিশেষ করে শাইখ আব্দুল কাদির ইবনে আব্দুল আজিজ এবং শাইখ আবু মুহাম্মদ মাকদিসী (আল্লাহ উভয়কে সত্য পথে অবিচল থাকার তৌফিক দান করুন)—এদুজন শাইখের বক্তব্য ও কিতাবাদির প্রসারের পর।

২. আবার কেউ কেউ এখন পর্যন্ত নির্বাচনগুলোতে অংশগ্রহণ করছে এবং সামরিক বাহিনীর চাকরি থেকেও ফিরে আসছে না।

৩. আবার কেউ কেউ উপরিউক্ত দুইদলের মাঝামাঝি অবস্থান গ্রহণ করেছে।

আমাদের এ দেশের অবস্থা হচ্ছে, অনেকেই মনে করে, তানজিম 'কায়িদাতুল জিহাদ' -এর মানহাজ হচ্ছে ঠিক ঐ সমস্ত লোকদের মতো, যারা তাকফিরের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। আবার অনেকে মনে করছে, তানজিমের মানহাজে 'ইরজা'-এর দোষ রয়েছে। আমরা আশা করবো, নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলোর জবাবে আপনারা এজাতীয় অস্পষ্টতা ও বোঝার ভুলগুলোকে দূর করে দেবেন !

- তানজিমের (অর্থাৎ কায়েদাতুল জিহাদ-এর) আকিদাহ কী?

20

- তাকফির-এর মাসআলায় আপনাদের বক্তব্য কী?
- তুর্কি জনসাধারণকে আপনারা কীভাবে দেখেন ?
- তুরস্কের ওলামায়ে কেরাম এবং জনসাধারণের প্রতি আপনাদের নসিহা কী ?
- “আররিসালাতুস সালাসিনিয়্যাহ ” গ্রন্থে সংসদীয় নির্বাচনগুলোতে অংশগ্রহণকারীদেরকে কোন রকম ব্যাখ্যা -বিশ্লেষণ (তাফসিল) ব্যতিরেকে আমভাবে তাকফিরের মাসআলায় বাড়াবাড়ি থেকে সতর্ক করে শাইখ আবু মোহাম্মদ মাকদিসী হাফিযাহুল্লাহ বলেছেন –

> “এ কারণে হুজ্জত কায়েম করার আগে এবং সংসদ সদস্যদের কাজের প্রকৃতি এবং এগুলো যে দ্বীন ইসলাম ও রাব্বুল আলামিনের তাওহিদের সঙ্গে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক , এ বিষয়গুলো তাদেরকে জানানোর আগে তাদেরকে তাকফির করা হালাল হবে না । এরপরেও যদি তারা তাদেরকে নির্বাচিত করার ব্যাপারে অনড় থাকে তখন তাদেরকে তাকফির করা হবে ।”

উপরোক্ত বক্তব্যের ব্যাপারে আপনাদের অবস্থান কী ?

জাযাকুমুল্লাহু খাইরান !

21

প্রশ্নটি করেছেন – আবু সালে আত-তুর্কি

## উত্তর

### ভূমিকা

তাওফিক একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده ورسوله المصطفى وآله وصحبه ومن لنهجهم قفا.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য এবং তিনি যথেষ্ট! সালাত ও সালাম তাঁর বান্দা ও নির্বাচিত রাসূল -এর ওপর, তাঁর পরিবার -

22

পরিজনের ওপর, তাঁর সাথীবর্গের ওপর এবং যারা তাদের পথে চলবে তাদের সকলের ওপর !

হামদ ও সালাতের পর -

প্রিয় ভাইদের জ্ঞাতার্থে বলছি , ঈমান, সঠিক পথ, তাকওয়া ও পূণ্যময় কাজের জন্য হেদায়াত ও তাওফিক একমাত্র আল্লাহ □-এর মালিকানাধীন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা যাকে ইচ্ছা তাকে নিজের দয়া , কৃপা ও অনুগ্রহ দান করেন আর যাকে ইচ্ছা তাকে এ থেকে বঞ্চিত করেন। তাইতো নবী মুহাম্মাদ □ সৃষ্টিকুলের মাঝে আল্লাহর কাছে সর্বাধিক সম্মানিত ও প্রিয়ভাজন হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ জাল্লা ওয়ালা তাঁকে বলছেন :

إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ □للَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِ□لْمُهْتَدِينَ

তরজমা: আপনি যাকে পছন্দ করেন , তাকে সৎপথে আনতে পারবেন না, তবে আল্লাহ তা 'য়ালাই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন। কে সৎপথে আসবে, সে সম্পর্কে তিনিই ভাল জানেন। (সূরা কাসাস : ৫৬)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন:

فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ الله

তরজমা: আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে হেদায়েত দেয়ার কে আছে ? (সূরা রুম : ২৯)

তিনি আরো ইরশাদ করেন:

23

إِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هدىٰهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ

□□□□□□: □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ [□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□] □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ (□□□□□ □□ □□□□□: □□)

□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□'- □□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□ یهــدی □□□□□□□ □□□□□ [□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□, □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ یهدی □□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□]

ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦ مَن يَشَآءُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍ

□□□□□□: □□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□, □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□, □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ (□□□□□ □□□□□□: □□)

وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍ - وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن مُّضِلٍّ

□□□□□□: □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□, □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□, □□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ (□□□□□ □□□□□□: □□, □□)

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَءَامَنَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ - وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

[illegible]

وَلَوْ شِئْنَا لَءَاتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَىٰهَا وَلَٰكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِّى لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]: [illegible] [illegible] [illegible]

হেদায়েত দান করেছেন , অনুগ্রহ করেছেন এবং যাদেরকে তিনি সাফল্য দান করেছেন , তাদের ওপর তাঁর নেয়ামত বর্ষণের আলোচনা করা হয়েছে।

নিঃসন্দেহে পরিপূর্ণরূপে হেদায়েত লাভের কিছু মাধ্যম রয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা 'আলার তাওফিক এবং তার প্রতি মনোনিবেশের পর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে , বিশুদ্ধ পন্থায় সৎ উদ্দেশ্যে উপকারী ইলম অর্জন করা এবং দ্বীনের ব্যাপারে গভীর জ্ঞান লাভ করা; কল্যাণ প্রত্যাশী হওয়া এবং সর্বদা উত্তম থাকতে চেষ্টা করা। এমনিভাবে মহা মহিয়ান আল্লাহর ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করা এবং এই বিশ্বাস রাখা যে , তিনি দ্বীনকে সহজ-সরল করে দিয়েছেন যেমনটি তিনি এরশাদ করছেন:

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ

তরজমা: আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান ; তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না (সূরা বাকারা : ১৮৫)

তিনি আরো ইরশাদ করেন:

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

তরজমা: আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্যে। অতএব , কোন চিন্তাশীল আছে কি? (সূরা ক্বামার : ১৭)

28

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]:

> *“[illegible]*

◌ [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

فَٱعْلَمْ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَىٰكُمْ

তরজমা: জেনে রাখুন , আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। ক্ষমাপ্রার্থনা করুন , আপনার ক্রটির জন্যে এবং মুমিন পুরুষ ও নারীদের জন্যে। আল্লাহ , তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত। (সূরা মুহাম্মদ : ১৯)

আল্লাহ জাল্লা ওয়ালা আরো ইরশাদ করেন :

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

তরজমা: কসম যুগের ! (সময়ের ) নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত ! কিন্তু তারা নয় , যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে তাকীদ করে সত্যের এবং তাকীদ করে সবরের। (সূরা আল আসর)

যে সকল বিষয় ব্যক্তির ঈমানের শক্তি বৃদ্ধির কারণ হয় ; যেগুলো ঈমানকে পরিশুদ্ধ করে এবং আল্লাহপাকের তাওহিদ , তাঁর তাজিম ও সম্মান রক্ষার ক্ষেত্রে ভুলভ্রান্তি , ক্রটি -বিচ্যুতি , পদস্খলন ও বিভ্রান্তিতে নিপতিত হওয়া থেকে হেফাজত করে–নিঃসন্দেহে তেমন প্রতিটি বিষয়ের জ্ঞান অর্জন মুমিন বান্দার একান্তই কাম্য এবং এই ইলম অর্জন কখনো মুস্তাহাব থাকে আবার কখনো ওয়াজিব হয়ে যায়।

34

অতএব মুসলিম ব্যক্তি ইলমে তাওহিদ , ইলমে আকিদাহ ও ইলমে ঈমান অর্জন করবে কয়েকটি উদ্দেশ্যে :

নিজের আকিদাহকে পরিশুদ্ধ করার জন্য। কারণ আকিদাহর কারণে আমল বিশুদ্ধ হয় , ঈমান বিশুদ্ধ হয় এবং বৃদ্ধি লাভ করে। তাওহিদ আকিদাহ ও ঈমানের পাঠ সেজন্যই নেবে যাতে তাওহিদের ওয়াজিব ও মুস্তাহাব সকল শাখা সে অর্জন করতে পারে এবং যেকোনো ধরনের বিভ্রান্তি , শিরক অথবা কুফর (নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক) থেকে সে নিরাপদে থাকতে পারে। একারণেই ওলামায়ে কেরামের মাঝে অনেকেই যখন বিভিন্ন শাস্ত্রীয় বিষয়ের স্তরবিন্যাস নিয়ে আলোচনা করেছেন, তখন তাওহিদ আকিদাহ সংক্রান্ত ইলম এবং ঈমানের মাসালাগুলোকে সর্বোত্তম ইলম ও শাস্ত্রীয় বিষয় বলে অভিহিত করেছেন। আর এটি সঠিক হবার বিষয়টি স্পষ্ট। অতএব আকিদাহ ও তাওহিদ সংক্রান্ত শাখাগত বিষয়টির মাঝে কিছু আছে ওয়াজিব আবার কিছু আছে মুস্তাহাব।

◌ এতে কোন সন্দেহ নেই যে , বাতিল আকিদাহ পোষণ করা জায়েজ নয় এবং সাধ্যমত নিষিদ্ধ বিষয় দূর করা ওয়াজিব। তবে স্থান -কাল-পাত্রভেদে এটির মাঝে তারতম্য হয়ে থাকে। সংশয়বাদী ব্যক্তি সে কখনোই ওই ব্যক্তির মতো নয় যার ঈমান নিরাপদ। এমনিভাবে যে ব্যক্তি উচ্চস্তরের ইলম অর্জনের জন্য প্রস্তুত , ইলম অর্জন ও শিক্ষাদান , আল্লাহর

35

[illegible]

[illegible]

“[illegible]?”, [illegible]:

> *“[illegible]*

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]:

افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقـة، فواحـدة في الجنة وسبعون في النار، وافترقت النصـارى على ثنـتين وسبعين فرقة فإحـدى وسـبعون في النـار وواحـدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسـبعين فرقـة واحـدة في الجنـة وثنتـان وسـبعون في النار، قيل يا رسول اللـه من هم؟ قـال الجماعـة" رواه ابن ماجه وغيره وصححه الألباني

*"[illegible]*

*[illegible] [illegible] [illegible] [

*"لا بأس بذلك! ولكن لا يجوز للمرء أن يترك الجماعة التي هو فيها ما دامت على الحق وما دام لها إمام؟*

*"فأجاب الشيخ رحمه الله: هذا فيه تفصيل فقال: "إذا كان الإمام لا يصلي الصلوات في أوقاتها أو لا يصلي الصلاة على الوجه المشروع فإنه لا يجوز الائتمام به وهكذا إذا كان لا يقيم الصلاة على الوجه المشروع"*

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: (ما حكم) من يترك الجماعة في المسجد بحجة:

ويحك إن جمهور الناس فارقوا الجماعة وإن الجماعة ما وافق طاعة الله تعالى.

*فإذا فسدت الجماعة! فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد الجماعة وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة"*

وقال ابن مسعود رضي الله عنه:

إذا فسدت الجماعةُ فعليك بما كانت عليه الجماعةُ قبل أن تفسد وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ.

*"فإذا ترك الناس الجمعة أو الجماعة, فإن الجمعة واجبة, والجماعة واجبة, ولا يجوز لأحد أن يتخلف عنها إلا لعذر شرعي كما لو كان مريضا أو خائفا على نفسه"*

— ‘لا بد أن تعلم أن الجماعة واجبة’ وقال: ‘لا يجوز لأحد أن يتخلف عن الجماعة إلا لعذر شرعي

[illegible]

[illegible]

ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسـرائيل حـذوَ النعـل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أُمَّهُ علانيـةً لكـان في أمتي من يصـنع ذلـك، وإن بـني إسـرائيل تفـرقت على ثنتين وسـبعين ملـة، وتفـترق أمـتي على ثلاث وسـبعين ملة؛ كلهم في النـار إلا ملـة واحـدة. قـالوا ومن هي يـا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي". قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب مفسر لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه. وصححه الشيخ الألباني وغيره.

*[illegible]*

*[illegible]*

তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা। আল্লাহর নির্দেশের আগ পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকবে।”

আর মারফু সূত্রে হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন:

لا تزال طائفـة من أمـتي يقـاتلون على الحـق ظـاهرين إلى يوم القيامة

‘নিরবচ্ছিন্নভাবে আমার উম্মতের একটি দল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে কেয়ামত পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবে।”

## আকিদাহ অধ্যায়নের গুরুত্ব ও এর উদ্দেশ্য

এবার আসি আকিদাহর বিভিন্ন সংক্ষিপ্ত বিষয়কে উম্মাহ অধ্যায়ভিত্তিক যেভাবে বিভক্ত করেছে এবং সুবিন্যস্তভাবে সবিস্তার লিপিবদ্ধ করেছে, তার আলোচনায়। তো এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলব, নিঃসন্দেহে আমরা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত এবং আহলুল হাদীস আন নববী আশ শরীফ-এর মাযহাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। তারা ঐ সমস্ত লোক যারা রাসূলে কারীম ﷺ এবং তাঁর সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত সাহাবীবর্গ ও হেদায়েতপ্রাপ্ত পুণ্যবান খলিফাদের সুন্নাহ অনুসরণ করে থাকেন।

অতএব কোরআন ও সুন্নাহর মূলপাঠগুলোতে যে বিষয় সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে, আবার

43

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]:-

[illegible], [illegible], [illegible], [

[illegible]

[illegible]

*[illegible]*

[illegible]

إنما يتقبّل الله من المتقين

তরজমা: (আল্লাহ তো কেবল মুত্তাকীদের কাছ থেকে কবুল করে থাকেন। )

তিনি আরো ইরশাদ করেছেন :

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآَخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

তরজমা: (মনে রেখো যারা আল্লাহর বন্ধু , তাদের না কোন ভয় ভীতি আছে , না তারা চিন্তান্বিত হবে। যারা ঈমান এনেছে এবং ভয় করতে রয়েছে। তাদের জন্য সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পরকালীন জীবনে। আল্লাহর কথার কখনো হেরফের হয় না। এটাই হল মহা সফলতা।)

তিনি আরো ইরশাদ করেন:

والعاقبة للتقوى

তরজমা: (শুভ পরিণাম নিহিত তাকওয়ার মাঝে। )

আরো ইরশাদ হচ্ছে :

والعاقبة للمتقين

তরজমা: (মুত্তাকীদের জন্য শুভ পরিণাম )

তিনি আরো সংবাদ দিচ্ছেন , ওই জান্নাত যার প্রস্থ হল আসমানসমূহে থেকে জমিন পর্যন্ত

اعدت للمتقين

তরজমা: (তা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে )

তিনি আরো ইরশাদ করেন:

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا

48

তরজমা: (এটা ঐ জান্নাত যার অধিকারী করব আমার বান্দাদের মধ্যে মুত্তাকীদেরকে। )

তিনি আরো ইরশাদ করেন:

وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِين

তরজমা: (আর পরকাল আপনার পালনকর্তার কাছে তাদের জন্যই যারা ভয় করে। )

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেছেন:

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

তরজমা: (যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে আল্লাহকে ভয় করে তার শাস্তি থেকে বেঁচে থাকে তারাই কৃতকার্য। )

তিনি আরো জানিয়েছেন যে ,

يحب المتقين

অর্থাৎ তিনি মুত্তাকীদেরকে ভালোবাসেন।

আরো জানাচ্ছেন ,

مع المتقين

তরজমা: (তিনি মুত্তাকীদের সঙ্গে রয়েছেন। )

তিনি আরো ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُون

তরজমা: (নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন যারা পরহেযগার এবং যারা সৎকর্মশীল। )

আর এটাই হল সেই বিশেষ সঙ্গদান যার অর্থ হচ্ছে — সাহায্য সহযোগিতা , শক্তি , সহায়তা

49

ও তাওফিক প্রদান। আর এই সবকিছুই প্রেম - ভালোবাসা ও সন্তুষ্টির কথা বোঝায়।

## তাকওয়া অর্জনে করণীয়

তাকওয়ার মূলকেন্দ্র হচ্ছে অন্তর। তাকওয়ার দ্বারা অন্তর যখন আবাদ হয় তখন তাতে কল্যাণ সাধিত হয়। আর অন্তর যখন কল্যাণময় হয় , তখন ব্যক্তির সকল কাজকর্ম কল্যাণকর হয়ে যায় এবং এস্তেকামাত তথা ব্যক্তির দৃঢ়তা অর্জন হয়। সহিমুসলিম সহ অন্যান্য হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ  এমনটাই ইরশাদ করেছেন যে ,

التقوى ههنا، التقوى ههنا، التقوى ههنا

“তাকওয়া এখানে তাকওয়া এখানে তাকওয়া এখানে। ”

এ সময় তিনি নিজ বক্ষের দিকে ইঙ্গিত করেন।

একইভাবে সহীহাইন সহ অন্যান্য হাদিস গ্রন্থে নবীজি  থেকে বর্ণিত হযরত নোমান ইবনে বশির রাযিআল্লাহু তা 'আলা আনহুর হাদীসে এসেছে :

ألا وإن في الجسدِ مضغةً إذا صلحت صلح الجسدُ كله، وإذا فسدت فسد الجسدُ كله، ألا وهي القلبُ

“জেনে রাখ শরীরের মধ্যে একটি গোশতের টুকরো রয়েছে  তা যখন ঠিক হয়ে যায় গোটা শরীরই তখন ঠিক হয়ে যায়  আর তা যখন খারাপ

50

হয়ে যায় গোটা শরীরই তখন খারাপ হয়ে যায় জেনে রাখ , গোশতের সেই টুকরোটি হল কলব (অন্তর )

এর জন্য সহায়ক সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কিছু উপায়ের ভেতর সংক্ষেপে কয়েকটি নিম্নরূপ :

◌ চিন্তা ফিকিরের ইবাদত : যেসব ইবাদতের নির্দেশ আল্লাহতায়ালা দিয়েছেন এবং যেগুলো পালন করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন, তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত হল এটি। অধিকাংশ মানুষই এ বিষয়ে গাফেল এবং এক্ষেত্রে তাদের রয়েছে চরম শিথিলতা।

◌ গুরুত্বসহকারে তাজকিয়া আত্মশুদ্ধি ও ইসলাহ সংক্রান্ত বিভিন্ন কিতাবাদি পাঠ করা: সেসব কিতাব এমন হতে হবে , যেগুলো অন্তরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তাতে থাকা রোগ নির্ণয়ের পর যথাযথভাবে তার চিকিৎসা করতে পারে। সেসব কিতাবে আলোচনা থাকবে , কেমন করে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে হয় , উত্তম গুণাবলী ও পূণ্যময় বিভিন্ন আদব - শিষ্টাচারের মাধ্যমে কিভাবে অন্তরকে সজ্জিত করা যায়।

◌ ইবাদতের একটি নির্বাচিত অংশ আদায়ে অন্তরকে অভ্যস্ত করে তোলা। আর তা হচ্ছে গুরুত্ব সহকারে ফরজ ও ওয়াজিব আদায় করা , বেশি বেশি নফল ও মুস্তাহাব পালনের চেষ্টা করা এবং প্রত্যেকেরই নিজের এমন কিছু

51

ইবাদত থাকা যেগুলো একান্তই সঙ্গোপনে হয়েছিল।

◌ সালফে সালেহীন , আমাদের পূণ্যবান পূর্বসূরী , আইম্মায়ে কেরাম এবং এই উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তানদের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে অবগতি লাভ করা। এজন্য তাদের বিভিন্ন জীবনী গ্রন্থ , সিরাত ও মালফুজাত পাঠ করা। এতে করে তাদেরকে অনুসরণ করার এবং তাদের মত হওয়ার আগ্রহ -উদ্দীপনা জাগ্রত হয়।

◌ গুরুত্বসহকারে আল্লাহতায়ালার আসমাউল হুসনাহ শেখা , এই নামগুলো মুখস্ত করে ফেলা , এগুলার অর্থ জানা এবং তদ্দ্বারা প্রভাবিত হতে চেষ্টা করা। আর এর জন্য বিশেষভাবে পাঠের ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং এই ইলম শিখতে আগ্রহী হওয়া। এ বিষয়ে অতীতে ও সাম্প্রতিককালে রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ রয়েছে। সমকালীন আলেমদের রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে সবচেয়ে চমৎকার গ্রন্থগুলোর একটি হচ্ছে — শাইখ সাঈদ আল-কাহতানী রচিত 'কিতাব ও সুন্নাহর আলোকে আসমাউল হুসনার ব্যাখ্যা ' গ্রন্থটি [1]। এছাড়াও বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে , হাদিসের

---

[1] শারহু আসমা -ইল্লাহিল হুসনা ফি দু -ইল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ [شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة للقحطاني] কিতাবটির লেখক হচ্ছেন শাইখ সাঈদ বিন আলী বিন ওয়াহফ আল-কাহতানী (জন্ম - ১৯৫২ ইংরেজি , মৃত্যু - ১লা অক্টোবর ২০১৮ ইংরেজি )। তিনি হলেন বিখ্যাত “হিসনুল মুসলিম ” কিতাবের লেখক।

52

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

## [illegible]'s [illegible]

[illegible]

- [illegible]'s [illegible], [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

- [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

## [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

হয়, সেটা হল তাকযিব (মিথ্যা প্রতিপন্নকরণ) ও জুহুদ (ইচ্ছাকৃত অস্বীকার) অথবা ইস্তিহলাল।

- ব্যক্তি যদি কুফরের ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য না করে তাহলে কাজ কুফর হবে না। অর্থাৎ কেউ মন থেকে কাফের হতে চাইলে এবং কুফরীর ব্যাপারে তার বক্ষ উন্মোচিত হয়ে গেলে তবেই সে ব্যক্তি কাফের হবে।
- কোন কাজ সত্ত্বাগতভাবে কুফর আকবর নয়। বরং সেই কাজটি যদি শরঈ দলিল দ্বারা কুফর আকবর বলে সাব্যস্ত হয় তাহলে তার অর্থ হচ্ছে, কাজটি অন্তরে (কলবে) কুফর থাকার প্রমাণ।

সুতরাং এই সবগুলো প্রকার-ই হচ্ছে ইরজার নিকৃষ্ট প্রকার, যা থেকে আমরা বারাআত ঘোষণা করছি"। এবং সবকটি থেকে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

## আহলুস সুন্নাহর আকিদাহ

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত—আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করুন, তাদেরকে ইজ্জত দান করুন, তাদের জনবল বৃদ্ধি করে দিন—এর আকিদাহ হচ্ছে:

ইমান হচ্ছে বলা, কার্য সম্পাদন করা ও নিয়ত করার নাম। ঈমান বাড়ে ও কমে। আর ঈমানের বিপরীত হচ্ছে কুফরি যা আকিদাহ

60

[illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

## [illegible]

[illegible]

[illegible]

মানুষকে তা থেকে বিরত রাখা একান্ত জরুরি ,
তবে সে ক্ষেত্রে এভাবে বলতে হবে ,

’অমুক মাসআলায় তিনি ভুল করেছেন এবং মুরজিয়াদের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন ; তিনি এমন বক্তব্য দিয়েছেন যা পরিণতিতে মুরজিয়া গোষ্ঠীর বক্তব্য হয়ে দাঁড়ায় আর তা হচ্ছে এই এই এই ...”

আসলে মানুষকে তার বাহ্যিক ও সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনা করেই কোন কিছুর দিকে সম্পর্কিত করা উচিত। এককথায় এসব ক্ষেত্রে যাচাই -বাছাই , সর্তকতা অবলম্বন এবং কাউকে বিদআতি বলে আখ্যা দেয়ার ক্ষেত্রে সাবধানতা একান্তই জরুরী। বিশেষ করে ওলামায়ে কেরামের ক্ষেত্রে , যাদের ফজিলত সকলের সামনে স্পষ্ট। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যারা কল্যাণের পথে ও সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত। যারা সুন্নাহ 'কে দৃঢ়ভাবে ধারণকারী , সুন্নাহর প্রতি অতি আগ্রহী , সুন্নতের পক্ষে প্রতিরক্ষাকারী এবং সুন্নাহ অনুসরণে অতিশয় মনোযোগী বলে লোক সমাজে পরিচিত।

63

## তাকফির

এবার আসি প্রশ্নকারীর কাছে। তিনি বলেছেন , তাকফিরের মাসআলায় আপনাদের বক্তব্য কী ?

আল্লাহ তাআলার প্রশংসা সহকারে এর জবাব লিখতে আরম্ভ করছি — তাকফিরের মাসআলাটি ইসলাম ও ঈমান সংক্রান্ত মাসআলার একটি শাখা আলোচনা। কারণ কুফরি ঈমানের বিপরীত। আর আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা যা তাওহিদের বিপরীত সেটিও একপ্রকার কুফরি। আল্লাহর প্রশংসা যে , আমরা প্রতিটি অধ্যায়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মাযহাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। পূর্বে আমরা সে বিষয় উল্লেখ করেছি। তো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা 'আতের মাযহাবের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় হচ্ছে ঈমানের মাসআলা অর্থাৎ ,

- ঈমানের সংজ্ঞা কী ?
- ঈমানের পরিচয় কী ?
- ঈমানের বিপরীত ও ঈমান বিধ্বংসী বিষয়গুলোর পরিচয় কী ?
- আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের তাওহিদ কাকে বলে?
- তাওহিদে রুবুবিয়্যাহ কী ?
- তাওহিদে উলুহিয়াত কী ?
- আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা 'আলার নাম ও গুণাবলির ক্ষেত্রে তাওহিদ কী রূপ ?
- এসব ক্ষেত্রে তাওহিদ বিধ্বংসী এবং এর বিপরীত বিষয়গুলো কী কী ?

64

- [illegible]
- [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطرَ السمواتِ والأرض، عالمَ الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختُلِفَ فيه من الحقِّ بإذنِكَ، إنك تهدي مَن تشاء إلى صراط مستقيم

[illegible]

## [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]:

*“[illegible]*

*[illegible]*

*[illegible]*

*[illegible]*”—[illegible]

[illegible]:

[illegible]

বিষয়সমূহ এবং সেগুলো পাওয়া যাওয়া না যাওয়া নিয়ে পর্যবেক্ষণের ভিন্নতা।

পঞ্চম কথা : পূর্বের আলোচনার উপর ভিত্তি করে বলবো, আহলে ইসলামের মধ্য থেকে , অর্থাৎ আগে থেকে যে ব্যক্তি মুসলমান বলেই গণ্য এবং তার ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত , তাঁর বিরুদ্ধে আল্লাহতায়ালার শরীয়তের সুনির্দিষ্ট দলিল পাওয়ার আগে পর্যন্ত এমন ব্যক্তিকে কাফের বলা যাবে না। আর তাছাড়া তাকফিরের হুকুম একটি শরিয়া হুকুম। সুস্পষ্ট ও প্রমাণিত হওয়া না হওয়ার দিক থেকে এর বিভিন্ন স্তর রয়েছে যেমনটা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি।

## তাকফিরের বিভিন্ন স্তর

সবচেয়ে স্পষ্ট স্তর হল , সকল মুসলমান অথবা অধিকাংশ মুসলমান কিংবা মধ্যম স্তরের মুসলমানেরা যা বুঝতে পারে। এই স্তরটি বোঝার ক্ষেত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আলেম ও সাধারণ যে কোন ব্যক্তি সমান হয়ে থাকে। যেমন ইতিপূর্বে কিছু উদাহরণ দেয়া হয়েছে।

উদাহরণ হিসেবে আরো বলা যায় -

এমন ব্যক্তি যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালাকে গালি দিয়েছে , তাঁর দ্বীনকে গালি দিয়েছে এবং এমন সুস্পষ্টভাবে এর

73

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]!

[illegible]!

## [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]:

وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ أَيْمَٰنَكُمْ دَخَلًۢا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌۢ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوٓءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

[illegible]:

(سورة النحل: ٩٤)

ইবনে কাসীর রহিমাহুল্লাহ উক্ত আয়াতের তাফসীরে লিখেন :

> ‘আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে নিষেধ করে দিচ্ছেন যাতে তারা নিজেদের কসমসমূহকে পারস্পরিক কলহ দ্বন্দ্বের বাহানা না বানায় অর্থাৎ তাদের কসমগুলো যাতে ষড়যন্ত্র-চক্রান্তের কারণ না হয় এবং দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যাতে পা ফসকে না যায়। এটি দিয়ে তুলনা করা হয়েছে ওই ব্যক্তির অবস্থা, যে সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল অতঃপর তা থেকে সরে এসেছে এবং হেদায়েতের পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। আর তার কারণ হচ্ছে, সেসব কসম যেগুলো ভঙ্গ করা হয়েছিল যদ্দরুন আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরানোর কাজ সংঘটিত হয়েছে। কারণ কাফের যখন দেখবে, মুমিন ব্যক্তি তার সঙ্গে ওয়াদাবদ্ধ হয়েছে অতঃপর বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তখন দ্বীনের প্রতি তার কোন আস্থা অবশিষ্ট থাকবে না। এতে করে সে ইসলামে প্রবেশ করা থেকে বিরত থাকবে।”

এখন কসম নিয়ে ছেলেমানুষি করা এবং একে ষড়যন্ত্র-চক্রান্তের কারণ বানানোয় যদি এভাবে আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে সরিয়ে দেয়া হয় আর তার ওপর এতটা কঠোর হুঁশিয়ারি এসে থাকে, তবে তাকফিরের হুকুম-আহকাম নিয়ে ছেলেখেলা করার দ্বারা, অজ্ঞতা, বাড়াবাড়ি, অন্ধ অনুসরণ ও

78

তাড়াহুড়া করে তাকফির ঘনিষ্ঠ কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার দ্বারা মানুষ কতটা আল্লাহর দ্বীন থেকে দূরে সরে যেতে পারে তা কি চিন্তা করা যায় ! নিশ্চয়ই দ্বিতীয় বিষয়টি প্রথমটির চাইতেও মারাত্মক। এটি আমরা সকলেই জানি। অতএব যুবক মুজাহিদ এবং আল্লাহর পথের দায়ীদের এ থেকে অতি গুরুত্ব সহকারে বেঁচে থাকা উচিত। আল্লাহ তায়ালাই তৌফিক দাতা !

## শাইখ আব্দুল কাদির ইবনে আব্দুল আযিযের “আল-জামী ” কিতাবের ব্যাপারে

প্রশ্নে বর্ণিত শাইখ আব্দুল কাদির ইবনে আবদুল আযিযের কিতাবাদির ব্যাপারে কথা হল , শাইখের সবগুলো কিতাবের সামষ্টিক মূর্তরূপ হচ্ছে তার রচিত الجـامع في طلب العلم الشـريف গ্রন্থখানা। আর ইতিপূর্বে আমরা এবং আরো অনেকেই এই কিতাবে থাকা কিছু মানহাজ -গত আর কিছু শাখাগত ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করেছি। আপনারা সে আলোচনা দেখে নিতে পারেন।

তবে আমি বিশেষভাবে তুর্কি ভাইদেরকে এ কিতাবটি পরিহার করতে নসীহত করব।

কারণ এ গ্রন্থখানার অনেক ফায়দা সত্ত্বেও নিরর্থক ও অপ্রয়োজনীয় বিষয় এবং বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত থেকে এর দ্বারা

79

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

## [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

শক্তিশালীকরণ অথবা কুফরী পার্লামেন্টের প্রধানমন্ত্রী বা কোন সদস্যকে নির্বাচন করা হয়ে থাকে।

আর যেহেতু এই নির্বাচন সংসদ সদস্যদের নির্বাচনের জন্যই হয়ে থাকে, তাই এতে অংশগ্রহণ করে ভোট দেয়া এমন ব্যক্তিকে সমর্থনদান, নির্বাচন ও শক্তিশালীকরণের প্রকারান্তর, যে শিরকি মজলিসে অংশগ্রহণ করে আল্লাহর নির্দেশ উপেক্ষা করে আইন প্রণয়ন করে। আর নিসন্দেহে এমন কাজ কুফুরি।

অতএব নির্বাচনগুলোতে অংশগ্রহণ করা জায়েজ নয়।

## ‘*[illegible] [illegible]*’ নীতির প্রয়োগ সম্পর্কে

সমকালীন কতক আলেম গবেষণার জন্য নতুন আরেকটি মাসআলা বের করেছেন আর তা হচ্ছে :

দুজন প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী রয়েছে।

একজন এমন কোন দলের প্রার্থী যে দলকে ইসলামী দল হিসেবে গণ্য করা হয় অথবা সে এমন কোন জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী যে দল আল্লাহর দ্বীনের প্রতি শত্রুতা প্রকাশ করে না, আল্লাহর দ্বীনের প্রতি যাদের ঘৃণা তেমন তীব্র নয়, যারা দ্বীনদারদের প্রতি সদয়।

83

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

## [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

## সেনাবাহিনীগুলো কি দলগতভাবে মুরতাদ নাকি ব্যক্তিপর্যায়ে সকলে মুরতাদ ?

এই গেল একটি আলোচনা। পাশাপাশি এখানে আমরা সতর্ক করে দিতে চাই বহুল আলোচিত একটি মাসআলার ব্যাপারে। বিভিন্নভাবে এই মাসআলাটি আলোচনায় এসেছে এবং এ নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক হয়েছে। এ -সংক্রান্ত অনেক গবেষণা পর্যালোচনা ও ব্যাখ্যা - বিশ্লেষণ সামনে এসেছে। সেসব ব্যাখ্যা - বিশ্লেষণের মধ্যে কিছু আছে আসলেই এমন উপকারী, যার দ্বারা মূলগত হুকুম জানাটা সহজ হয়। আবার এমন আলোচনাও আছে , যেগুলো কেবল-ই তর্কাতর্কি ও চর্বিত চর্বণ ছাড়া আর কিছুই নয়। সেগুলোর দ্বারা কাজের চাইতে কথা বেশি বলার দ্বার উন্মুক্ত হয় এই যা। তবে আমরা ভালো করেই জানি , প্রায় সময় যুবক মুজাহিদদের মাঝে কোন বিষয়টি নিয়ে খুব বেশি আলোচনা -পর্যালোচনা চলতে থাকে অবিরামভাবে। তা হচ্ছে এই প্রশ্নটি ,

## এসব দল শুধু দলগতভাবে মুরতাদ না - কি ব্যক্তিপর্যায়ে সকলেই মুরতাদ ?

যেহেতু এখানে আমাদের আলোচনা জিহাদের হুকুম -আহকামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট , তাই আমরা এসব খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা -বিশ্লেষণ নিয়ে পড়ে থাকার মাঝে খুব একটা ফায়দা দেখিনা।

90

[illegible]

## [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] '[illegible] [illegible] [illegible]' [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

## [illegible]

[illegible]: [illegible] الرسـالة الثلاثينية [illegible]; [illegible] [illegible]—[illegible]?

[illegible]: *“[illegible]”*

[illegible], [illegible]

[illegible]

## [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [